ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 2 ● Issue - 117 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৬ ● সংখ্যা ঃ ১১৭ ● কলকাতা ● ১৭ বৈশাখ, ১৪৩৩ ● শুক্রবার ● ০১ মে ২০২৬ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

ভোট-পরবর্তী আতঙ্কে সাংবাদিক পরিবার, নিরাপত্তাহীনতার অভিযোগে সরব সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার

নিজস্ব সংবাদদাতা:

ভোট মিটেছে, কিন্তু উত্তাপ কমেনি। বরং গ্রামজুড়ে ছড়িয়েছে এক অদৃশ্য ভয়ের আবহ। দক্ষিণ ২৪ পরগনার জীবনতলা থানা এলাকায় এক সংবাদমাধ্যমের সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার ও তাঁর পরিবারের নিরাপত্তা নিয়ে উঠছে গুরুতর প্রশ্ন। অভিযোগ, রাজনৈতিক প্রভাব, প্রশাসনিক নিষ্ক্রিয়তা এবং স্থানীয় দুষ্কৃতীদের মদতে ক্রমশ কোণঠাসা হয়ে পড়ছেন তিনি।

পরিবারের দাবি, দীর্ঘদিন ধরেই বিভিন্ন সংবাদ প্রকাশের জেরে হুমকি পেয়ে আসছেন ওই সম্পাদক। ভোটের পর সেই হুমকি আরও প্রকট হয়েছে। প্রকাশ্যেই ফোনে প্রাণনাশের হুমকি, জমি দখলের আশঙ্কা এবং মিথ্যা মামলায় ফাঁসানোর অভিযোগ উঠছে স্থানীয় কিছু প্রভাবশালী মহলের বিরুদ্ধে। এমনকি, “ভোট দিয়েছ, তার ফল ভুগতে হবে”—এই ধরনের হুঁশিয়ারিও নাকি বারবার শোনা যাচ্ছে।

অভিযোগের আঙুল উঠেছে জীবনতলা থানার ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক দিগন্ত মন্ডলের দিকেও। পরিবারের বক্তব্য, একাধিক লিখিত অভিযোগ এবং প্রমাণ পেশ করা সত্ত্বেও কার্যকর কোনও পদক্ষেপ নেয়নি পুলিশ। উল্টে অভিযোগ, স্থানীয় প্রভাবশালীদের সঙ্গে যোগসাজশ রেখে ঘটনাগুলি ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে বারবার। এমনকি, অভিযোগকারীর ব্যক্তিগত তথ্যও বাইরে ফাঁস হয়ে যাচ্ছে বলে দাবি পরিবারের।

সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদারের কথায়, “সংবাদ প্রকাশ করাই যদি অপরাধ হয়ে দাঁড়ায়, তা হলে গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ কোথায়?” তাঁর দাবি, কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ থাকা সত্ত্বেও পর্যাপ্ত নিরাপত্তা পাননি তিনি ও তাঁর পরিবার। ফলে প্রতিনিয়ত আতঙ্কে দিন কাটছে।

এলাকার পরিস্থিতি নিয়েও উদ্বেগ বাড়ছে। স্থানীয়দের একাংশের কথায়, ভোট-পরবর্তী সময়ে রাজনৈতিক হিংসার আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। ইতিমধ্যেই গ্রামে নানা গুঞ্জন—কাউকে ‘শিক্ষা’ দেওয়া হবে, এমন কথাও নাকি ঘুরছে মুখে মুখে।

যদিও এই সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছে পুলিশের একাংশ। তাদের দাবি, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে এবং সমস্ত অভিযোগ খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

তবে প্রশ্ন উঠছে—সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা ও ব্যক্তিগত নিরাপত্তা কি যথেষ্ট সুরক্ষিত? একজন সম্পাদক যদি নিজের জীবন নিয়েই শঙ্কিত হন, তা হলে গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ কতটা নিরাপদ—সেই প্রশ্নই এখন ঘুরপাক খাচ্ছে জীবনতলার আকাশে।

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো হচ্ছে যে আগামী ১লা মে, ২০২৬ "মে দিবস" উপলক্ষ্যে আমাদের সকল বিভাগ বন্ধ থাকবে, তাই ২রা মে, ২০২৬ তারিখে আমাদের পত্রিকার কোনো প্রকাশন হবে না আগামী ৩রা মে, ২০২৬ তারিখে আমাদের পত্রিকা পুনরায়

পর্ব 276

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

আমি এখানে আসার সময় একটা ছোট ক্যালেন্ডার সাথে নিয়ে এসেছিলাম। আর প্রতিদিন নিয়ম করে সূর্যোদয় হওয়ার পরে ঐ দিনের তারিখটা কেটে দিতাম। এরকম অনেক দিন চলল।

ক্রমশঃ

'বুথফেরত সমীক্ষা নিয়ে উচ্ছ্বসিত হওয়ার কিছু নেই', বিজেপি কর্মীদের সতর্ক করলেন তথাগত

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

পাঁচ বছর আগে পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে ব্যাপক জল্পনা তৈরি হয়েছিল। বিধানসভা ভোটের আগে ও পরে একাধিক এক্সিট পোল রাজ্যে ক্ষমতার পালাবদলের ইঙ্গিত দিয়েছিল। সেই সময় বিভিন্ন সমীক্ষায় দাবি করা হয়েছিল, তৃণমূল কংগ্রেসের দীর্ঘদিনের শাসনের অবসান ঘটিয়ে বিজেপি উল্লেখযোগ্য সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সরকার গঠন করতে পারে।এই প্রেক্ষাপটে বিজেপির বর্ষীয়ান নেতা তথাগত রায় দলের কর্মী-সমর্থকদের উদ্দেশে সংযত থাকার বার্তা দিয়েছেন। বৃহস্পতিবার সকালে সামাজিক মাধ্যমে করা এক পোস্টে তিনি বলেন, এক্সিট পোলের ফলাফল নিয়ে খুশি হওয়া স্বাভাবিক, তবে অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস বা উচ্ছ্বাস দেখানো উচিত নয়। তাঁর মতে, ভোটের প্রকৃত ছবি সামনে আসে শুধুমাত্র গণনা শেষ হওয়ার পর। তাই চূড়ান্ত ফল ঘোষণার আগে ধৈর্য ধরে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।রাজনৈতিক মহলেও তখন গেরুয়া শিবিরের উত্থান নিয়ে প্রবল আলোচনা চলছিল। কিন্তু ভোটগণনার দিন সমস্ত পূর্বাভাসকে ভুল প্রমাণ করে দেয় বাস্তব ফলাফল। তৃণমূল কংগ্রেস বিপুল ব্যবধানে জয় পেয়ে ২১৩টি আসন দখল করে সরকার গঠন করে। অন্যদিকে বিজেপি ৭৭টি আসনে সীমাবদ্ধ থেকে প্রধান বিরোধী দলের ভূমিকায় উঠে আসে।

বর্তমান পরিস্থিতিতেও একই ধরনের রাজনৈতিক আবহ তৈরি হয়েছে বলে মনে করছেন অনেকেই। ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচন ঘিরে নানা সমীক্ষা ও এক্সিট পোলে পরিবর্তনের সম্ভাবনার পাশাপাশি শাসক দলের প্রত্যাবর্তনের কথাও উঠে এসেছে। তবে সাধারণ মানুষের আলোচনায় বিরোধী শিবিরের সম্ভাব্য উত্থান নিয়েই বেশি জল্পনা শোনা যাচ্ছে। রাজনৈতিক মহলে ভোট-পরবর্তী পরিস্থিতি নিয়ে উত্তেজনা বাড়লেও ফলাফল প্রকাশের আগে সতর্ক থাকার পরামর্শ দিচ্ছেন অভিজ্ঞ নেতারা।

ফলতার ৩২ বুথে পুনর্নির্বাচন?

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

যে যাঁর 'কাজ' করে গেলেন। গত কয়েক দিন ধরেই দ্বিতীয় দফার ভোটে সবচেয়ে নজরকাড়া কেন্দ্র হিসাবে ভবানীপুরকেও বার বার পিছনে ফেলে দিচ্ছিল দক্ষিণ ২৪ পরগনার ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের মধ্যে পড়া ফলতা বিধানসভা আসনটি। সৌজন্যে দুই 'মুখোমুখি' চরিত্র। প্রথম জন ফলতার তরুণ তৃণমূল প্রার্থী 'পুষ্পা' জাহাঙ্গির খান, যিনি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'ঘনিষ্ঠ' বলে পরিচিত এবং ডাকাবুকো নেতা। দ্বিতীয় জন উত্তরপ্রদেশ থেকে দক্ষিণ ২৪ পরগনার পুলিশ পর্যবেক্ষক হয়ে আসা 'এনকাউন্টার স্পেশালিস্ট' ওরফে 'সিংহম' অজয়পাল শর্মা, যিনি জাহাঙ্গিরের বাড়ির সামনে গিয়ে হুঁশিয়ারি দিয়ে আলোড়ন তুলে দেন প্রচারমাধ্যমে। যার জবাব দেন জাহাঙ্গিরও।

অন্য দিকে, দ্বিতীয় দফার ভোটের পর রাজ্যের ৭৭টি বুথে পুনর্নির্বাচন চেয়েছে বিজেপি। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি বুথ রয়েছে ফলতা বিধানসভা কেন্দ্রেই (৩২)। তার পরে রয়েছে মগরাহাট (১৩), ডায়মন্ড হারবার (২৯) এবং বজবজ (৩)। ঘটনাচক্রে, সব ক'টি বুথই দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার অন্তর্গত।

সোমবার রাতে অজয়পাল তাঁর বাড়িতে হানা দেওয়ার পর জাহাঙ্গির বলেছিলেন, ওই পুলিশ আধিকারিক 'সিংহম' হলে তাঁরাও এক এক জন 'পুষ্পা'। নির্বাচন কমিশনের পক্ষপাতমূলক আচরণে কেউ মাথা নত করবেন না বলেও জানান জাহাঙ্গির। তবে আশঙ্কা থাকলেও বুধবার 'সিংহম' বনাম 'পুষ্পা' সরব দ্বৈরথ দেখা যায়নি। 'যুদ্ধটা' নীরবেই চলেছে।ভোটের দিন অবশ্য সেই সংঘাতের রেশ দেখা যায়নি। সারা দিন ফলতার শ্রীরামপুর এলাকার দলীয় দফতরে নিজেকে বন্দি রেখেছিলেন জাহাঙ্গির। আর অজয়পাল সারা দিন চষে বেরিয়েছেন দক্ষিণ ২৪ পরগনার এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্তে। তবে সোমবারের মতো সরাসরি মাঠে নেমে নয়, কখনও গাড়িতে চেপে, কখনও সিআরপিএফ-এর ক্যাম্পে বসেই পরিস্থিতির উপর নজর রেখেছিলেন তিনি।

বুধবার সকাল ৭টায় বেরিয়েছিলেন অজয়পাল। তাঁর

এরপর ৩ পাতায়

ভোটের হারে রেকর্ড! বেশি ভোট পড়ায় কার সুবিধা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ইতিহাস গড়ল পশ্চিমবঙ্গ। দুই দফা ভোট মিলিয়ে রাজ্যে ভোটদানের হার দাঁড়াল ৯২.৪৭ শতাংশ- স্বাধীনতার পর যা সর্বোচ্চ। এখন প্রশ্ন উঠছে এই অতিরিক্ত ভোট কারা পেতে চলেছে।

যদি নাম বাদ পড়া নিয়ে ক্ষোভ থাকে তাহলে তা বিজেপির বিপক্ষে যেতে পারে। আবার যদি মানুষ বিশ্বাস করে ভুয়ো ভোটার বা অনুপ্রবেশকারীদের বাদ দেওয়া হয়েছে, তা হলে এই ভোট বিজেপির পক্ষে যাবে। পাশাপাশি তৃণমূলের জনকল্যাণমূলক প্রকল্পগুলির ফলে ভোট শাসক দলের পক্ষে যেতে পারে।

বেশির ভাগ এক্সিট পোলই হাড্ডাহাড্ডি লড়াইয়ের ইঙ্গিত দিয়েছে। যদিও বিভিন্ন এক্সিট পোলের হিসাবে বিজেপি এবং তৃণমূল দুই পক্ষই এগিয়ে থাকছে। শেষ পর্যন্ত কী হয় দেখা যাবে ৪ মে ভোটের ফলে।২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের দুই দফার ভোটদানের হার ২০১১ সালের ভোটদানের হারকেও ছাড়িয়ে গেল। এবার দুই দফায় মোট ভোটের হার ৮৪.৭২% শতাংশ।২০১১ সালের নির্বাচনে পালাবদল ঘটে পশ্চিমবঙ্গে বাংলার রাজনৈতিক ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়- সেই বছরই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ৩৪ বছরের বামফ্রন্ট শাসনের অবসান ঘটে। সেই নির্বাচনে ৮৪.৭২% ভোট পড়েছিল।

এরপর ৩ পাতায়

(২ পাতার পর)

ফলতার ৩২ বুথে পুনর্নির্বাচন?

প্রথম গন্তব্য ছিল ফলতা বিধানসভা কেন্দ্রের শিরাকল। সেখান থেকে ডায়মন্ড হারবারের দিকে যান। গুরুদাসনগর থেকে গাড়ি ঘুরিয়ে চলে যান ডায়মন্ড হারবার রেলস্টেশন সংলগ্ন সিআরপিএফ ক্যাম্প অফিসে। সকাল সাড়ে ৯টা নাগাদ এই ক্যাম্প অফিসেই সিআরপিএফ-এর ডিজির সঙ্গে বৈঠক করেন তিনি। সকাল সাড়ে ১১টা নাগাদ ফলতা বিধানসভা কেন্দ্রের হরিণডাঙা এলাকায়। এই হরিণডাঙারই একটি ভোটকেন্দ্রে ইভিএমে বিজেপির প্রতীকের উপর কালো টেপ লাগিয়ে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। এই ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে বুথের সামনে বিক্ষোভও দেখায় বিজেপি। তবে অজয়পাল ওই ভোটকেন্দ্রে যাননি। হরিণডাঙা থেকে অজয়পাল চলে যান ফলতা বিবেকানন্দ আদর্শ বিদ্যালয়ে। স্কুল চত্বরে থাকা সিআরপিএফ ক্যাম্পে দীর্ঘ সময় ছিলেন তিনি। তাঁকে নিয়ে স্থানীয়দের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো। কেউ কেউ অজয়পালকে দেখার জন্যই ক্যাম্পের বাইরে অপেক্ষা করছিলেন। তবে অজয়পালের দেখা মেলেনি। দুপুর দেড়টা নাগাদ ফলতা বিধানসভার ফতেপুর, দিঘির পাড়, পয়সামোড়ের মতো এলাকায় টহল দিয়ে ডায়মন্ড হারবারের উদ্দেশে রওনা দেয় অজয়পালের গাড়ির কনভয়। সেখানে সিআরপিএফ ক্যাম্পে কিছু ক্ষণ ছিলেন। তার পর সাড়ে ৩টে নাগাদ ফের ফলতায় যান দক্ষিণ ২৪ পরগনার পুলিশ পর্যবেক্ষক। সেখান থেকে চলে যান আমতলায়।

গত সোমবার ফলতার তৃণমূল প্রার্থী জাহাঙ্গিরের বাড়িতে হানা দিয়েছিল কেন্দ্রীয় বাহিনী এবং পুলিশ। নেতৃত্বে ছিলেন অজয়পাল। ভোটারদের হুমকি দিলে ফল ভাল হবে না, মোটামুটি এটাই জাহাঙ্গিরের পরিচিতদের বুঝিয়ে চলে যান আদিত্যনাথের রাজ্যের 'এনকাউন্টার স্পেশ্যালিস্ট'। এই ঘটনার পরে ওই পুলিশ পর্যবেক্ষকের এক্তিয়ার নিয়ে প্রশ্ন তোলে তৃণমূল। বুধবার অবশ্য গাড়ি থেকে নামেননি অজয়পাল। তবে তাঁর সঙ্গে থাকা সিআরপিএফ জওয়ানেরা একাধিক জায়গায় গাড়ি থেকে নেমে ভিড় ছত্রভঙ্গ করার চেষ্টা করেন। কোথাও কোথাও লাঠিচার্জও করা হয়। প্রশাসনের একটি সূত্রের বক্তব্য, পুলিশ পর্যবেক্ষক আদতে নির্বাচন কমিশনের চোখ ও কান হিসাবে কাজ করেন। তাঁর কাজ কোনও ঘটনা সরেজমিনে খতিয়ে দেখে কমিশনের কাছে রিপোর্ট জমা দেওয়া। কিন্তু স্বতঃপ্রণোদিত ভাবে কোনও পদক্ষেপ করা নয়। বুধবার অজয়পাল সেই 'রুলবুক' মেনেই কাজ করেছেন বলে মনে করছেন অনেকে।

অজয়পাল যেমন ঘুরে বেরিয়েছেন, জাহাঙ্গির তেমন 'ঘর' থেকে বেরোননি। নিজের নির্বাচনী কার্যালয়েই কাটিয়েছেন সকাল থেক। ভোট শেষ হওয়ার পর নিজের নির্বাচনী দফতর থেকে বেরোন। প্রত্যয়ের সুরে বলেন, 'হাজার সিংহম এলেও আমি একই ভাবে ভোট করাব। আমার আসল কাজ ভোট করানো।' পরে আনন্দবাজার ডট কম-কে জাহাঙ্গির বলেন, 'কেন্দ্রীয় বাহিনী সাধারণ মানুষের উপর অত্যাচার করেছে। কমিশনও বিজেপির কথায় কাজ করছে।' নিজের জয়ের ব্যাপারে তিনি সম্পূর্ণ আশাবাদী বলেও জানান জাহাঙ্গির।

(২ পাতার পর)

ভোটের হারে রেকর্ড! বেশি ভোট পড়ায় কার সুবিধা

২০২৬ সালে সেই রেকর্ড দ্বিতীয় দফার ভোট শেষ হওয়ার আগেই ভেঙে যায়। এবার বিপুল পরিমাণে অতিরিক্ত ভোট পড়েছে সেই ভোট কোথায় যায় সেটাই দেখার। দুই দফা মিলিয়ে মোট ৬,৮২,৫১,০০৮ জন ভোটার ছিলেন। শহর ও গ্রাম-দুই দফাতেই ব্যাপক ভোট পড়েছে।

বেশি ভোটে কার লাভ- তৃণমূল না বিজেপি?

এই প্রশ্নেই এখন জোর আলোচনা। ইতিহাস বলছে বাংলায় বেশি ভোট পড়লে তা শাসক দলের পক্ষে গিয়েছে- ২০২১ সালে তৃণমূল ২৯৪টির মধ্যে ২১৫টি আসনে জয় পেয়েছিল। তবে ২০২৬-এর প্রেক্ষাপট আলাদা। বিশেষ নিবিড় সংশোধনের মাধ্যমে প্রায় ৯০ লক্ষ ভোটার-মোট ভোটারের প্রায় ১২%-তালিকা থেকে বাদ পড়েছে। এই নিয়ে বার বার সুর চড়িয়েছে তৃণমূল। এই অবস্থায় ৯২% ভোটদান আরও তাৎপর্যপূর্ণ। তাই গত বারের তুলনায় ভোটার কমলেও ভোটদানের হার বেড়েছে।

যদি নাম বাদ পড়া নিয়ে ক্ষোভ থাকে তাহলে তা বিজেপির বিপক্ষে যেতে পারে। আবার যদি মানুষ বিশ্বাস করে ভুয়ো ভোটার বা অনুপ্রবেশকারীদের বাদ দেওয়া হয়েছে, তা হলে এই ভোট বিজেপির পক্ষে যাবে। পাশাপাশি তৃণমূলের জনকল্যাণমূলক প্রকল্পগুলির ফলে ভোট শাসক দলের পক্ষে যেতে পারে।

হিংসা রুখতে ৮ দফা দাওয়াই, সব থানাকে একগুচ্ছ নির্দেশিকা কলকাতা পুলিশ কমিশনারের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বিধানসভা নির্বাচন শেষ হয়ে গিয়েছে বঙ্গে। কিন্তু বিক্ষিপ্ত কিছু হিংসার ঘটনা এখন কলকাতা-সহ অন্যান্য জেলায় নেমে এসেছে। শাসক-বিরোধীর মধ্যে চলা এই হিংসা নিয়ে এখন রাজ্য-রাজনীতি সরগরম। তবে ভোট পরবর্তী হিংসা রুখতে এবার কড়া পদক্ষেপ করছে কলকাতা পুলিশ। আর সেটা করতে গিয়ে যেসব সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে সেটা সব থানাকে জানিয়ে দিয়েছেন কলকাতা পুলিশ কমিশনার অজয় কুমার নন্দা।

তাছাড়া পদক্ষেপের কথা বলেই ৮ দফা দাওয়াই দেন কলকাতা পুলিশ কমিশনার অজয় নন্দা। সেই ৮ দফা দাওয়াই হল- এক, সব থানার অধীনে সিএপিএফ-এর রুট মার্চ অব্যাহত থাকবে। দুই, ঝুঁকিপূর্ণ ও সংবেদনশীল এলাকাগুলো চিহ্নিত করে সেদিকে নজরদারি বাড়াতে হবে। তিন, গোলযোগ সৃষ্টি করলে তাঁদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নিতে হবে। চার, সিএপিএফ-এর সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। পাঁচ, সাধারণ মানুষের মধ্যে আস্থা তৈরির কাজ অব্যাহত থাকবে। ছয়, নির্বাচন পরবর্তী কোনও হিংসা বরদাস্ত করা হবে না। সাত, প্রয়োজনে দ্রুত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হলে ওসি-সহ সংশ্লিষ্ট অফিসারদের জবাবদিহি করতে হবে। আর আট, প্রয়োজন অনুযায়ী গ্রেফতার করা হবে।

২০২১ সালের বিধানসভা

এরপর ৫ পাতায়

সম্পাদকীয়

গণনাকেন্দ্রের সংখ্যা আরও কমিয়ে দিল কমিশন

এ বার রাজ্যে ভোটগণনা কেন্দ্রের সংখ্যা আরও কমিয়ে দিল নির্বাচন কমিশন! বৃহস্পতিবার মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের (সিইও) দফতরের তরফে জানানো হয়েছে, ২৯৪টি বিধানসভা আসনের ভোট গোনা হবে ৭৭টি কেন্দ্রে। কোন জেলায় কোথায় কোথায় গণনা চলবে, তার তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। জেলা ধরে ধরে গণনাকেন্দ্রের ঠিকানাও জানিয়ে দিয়েছে কমিশন।দক্ষিণ ২৪ পরগনার ৩১টি আসনের ভোট গোনা হবে ৬টি কেন্দ্রে। যাদবপুরের এপিসি রায় পলিটেকনিক কলেজ, ক্যানিংয়ের বঙ্কিম সর্দার কলেজ, ডায়মন্ড হারবার মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়, আলিপুরের বিহারিলাল কলেজ, হেস্টিংস হাউস কমপ্লেক্স এবং কাকদ্বীপের সুন্দরবন মহাবিদ্যালয়। আলিপুরদুয়ারের পাঁচটি আসনের গণনা হবে আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে। জলপাইগুড়ির সাতটি আসনের গণনা দু'টি কেন্দ্রে হবে— উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বিতীয় ক্যাম্পাস এবং পরিমল মিত্র স্মৃতি মহাবিদ্যালয়। কালিম্পঙের একটি আসনের গণনা হবে স্কটিশ উইনিভার্সিটিস মিশন ইনস্টিটিউশন। ঝাড়গ্রামের চারটি আসনের গণনা হবে রানি ইন্দিরা দেবী সরকারি স্কুলে।২০১৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যে ভোটগণনা হয়েছিল ৯০টি কেন্দ্রে। ২০২১ সালের নির্বাচনে গণনাকেন্দ্রের সংখ্যা বাড়িয়ে করা হয়েছিল ১০৮। কিন্তু গত ১৭ এপ্রিল কমিশনের তরফে তা কমিয়ে ৮৭ করা হয়। এ বার তা আরও কমিয়ে ৭৭ করা হয়েছে। ভোটগণনার প্রাকমুহূর্তে গণনাকেন্দ্র পুনর্বিন্যাসের এই সিদ্ধান্ত নিয়ে বৃহস্পতিবার প্রশ্ন তুলেছে তৃণমূল। রাজ্যের সিইও মনোজ অগ্রবাল বৃহস্পতিবার জানিয়েছেন, প্রয়োজনে গণনাকেন্দ্রের সংখ্যা ৭৭-এর চেয়েও কমতে পারে। তিনি বলেন, "আমরা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখছি। তার পরে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।"

জেলাওয়াড়ি হিসাব বলছে, আলিপুরদুয়ারে ১, বাঁকুড়ায় ৩, বীরভূমে ৩, কোচবিহারে ৫, দক্ষিণ দিনাজপুরে ২, দার্জিলিঙে ৩, হুগলিতে ৫, হাওড়ায় ৪, জলপাইগুড়িতে ২, ঝাড়গ্রামে ১, কালিম্পঙে ১, কলকাতায় ৫ (উত্তরে ১, দক্ষিণে ৪), মালদহে ২, মুর্শিদাবাদে ৫, নদিয়ায় ৪, উত্তর ২৪ পরগনায় ৭, পশ্চিম বর্ধমানে ২, পশ্চিম মেদিনীপুরে ৩, পূর্ব বর্ধমানে ৪, পূর্ব মেদিনীপুরে ৪, পুরুলিয়ায় ৩, দক্ষিণ ২৪ পরগনার ৬ এবং উত্তর দিনাজপুর জেলায় ২টি গণনাকেন্দ্র থাকবে।

কলকাতার ১১টি বিধানসভা কেন্দ্রের ভোট গোনা হবে পাঁচটি কেন্দ্রে। বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে বাবা সাহেব অম্বেডকর এডুকেশন বিশ্ববিদ্যালয়, বালিগঞ্জ গভর্নমেন্ট হাই স্কুল, নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়াম, শাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুল, ডায়মন্ড হারবার রোডের সেন্ট থমাস বয়েজ় স্কুলে ভোটগণনা হবে সোমবার। রাজ্যে সবচেয়ে বেশি বিধানসভা কেন্দ্র রয়েছে উত্তর ২৪ পরগনায়। সেখানকার ৩৩টি আসনের ভোট গোনা হবে আটটি কেন্দ্র থেকে। তার মধ্যে রয়েছে বারাসত গভর্নমেন্ট কলেজ অ্যান্ড হাইস্কুল, বসিরহাট হাই স্কুল, বসিরহাট পলিটেকনিক কলেজ, বিধাননগর কলেজ, বনগাঁর দীনবন্ধু মহাবিদ্যালয়, পানিহাটির গুরুনানক কলেজ ক্যাম্পাস এবং ব্যারাকপুরের রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ কলেজ।

বাংলার সাধক বামাক্ষ্যাপা

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(সতেরোতম পর্ব)

চক্রের যখন সতীর দেহ খণ্ড খণ্ড হয়ে যায় , ঠিক সেই মুহূর্তে সতীর তৃতীয় নয়ন এই তারাপীঠে পড়ে । ঋষি বশিষ্ঠ এইটি প্রথম দেখেন এবং সতীকে তারা রূপে পূজো করতে থাকেন । কিন্তু তিনি প্রচারের অন্তরালে থেকে গেছেন চিরকাল , তবু পীঠের বৈশিষ্ঠ্য তাঁকে ছেড়ে নয় , এখানেই তাঁর সাধক বৈশিষ্য বিরাজমান । এই পীঠের বৈশিষ্ঠ্য হল এখানে সাধনা করলে জ্ঞান , আনন্দ ও সিদ্ধি প্রাপ্ত হয় । কিন্তু কিংবদন্তী বলে প্রথম যখন বশিষ্ঠ দেব এই তারা মায়ের পূজা করতে থাকেন, তখন তিনি অসফল

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

ফের ধেয়ে আসছে কালবৈশাখী, সঙ্গী শিলাবৃষ্টিও

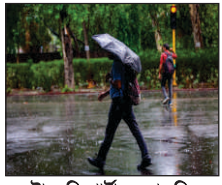

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

দ্বিতীয় ভোটের দিন সকাল থেকে আকাশ ছিল মেঘলা। রাত নামতেই প্রবল তাণ্ডব চালালো কালবৈশাখী। বুধবারের পরে বৃহস্পতিবারও দক্ষিণবঙ্গে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা শোনাল হাওয়া অফিস। ঝড়-বৃষ্টির রেশ কাটতে না কাটতেই ফের দুর্যোগের আশঙ্কা শোনাল আবহাওয়া দফতর। বৃহস্পতিবার থেকেই রাজ্যের একাধিক জেলায় নতুন করে ঝড়-বৃষ্টি ও শিলাবৃষ্টির পূর্বাভাস জারি হয়েছে। সোমবার থেকে বুধবারেও ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা শুনিয়েছে হাওয়া অফিস। ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিতে দমকা বাতাসের সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ ও হালকা মাঝারি বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে।বৃহস্পতিবার রাতে ফের কালবৈশাখীর দাপট চলতে পারে।

আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, নদিয়া, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলাতে প্রবল ঝড়-বৃষ্টি হতে পারে। উত্তর ও দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, হুগলি, নদিয়া

এরপর ৫ পাতায়

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

(বাঙালির পূর্বসূরী হিসেবে যাদের অস্তিত্বে রমাপ্রসাদ চন্দ থেকে নীহাররঞ্জন রায় সবাই আস্থাশীল) -দের অস্তিত্ব ছিল কিনা, কোনও জেনেটিক স্টাডি এ বিষয়ে আজও হয়নি। কিন্তু বাংলা যে অসুরভাষী ছিল (মঞ্জুশ্রীমূলকল্প), **ক্রমশঃ**

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

(৩ পাতার পর)

হিংসা রুখতে ৮ দফা দাওয়াই, সব থানাকে একগুচ্ছ নির্দেশিকা কলকাতা পুলিশ কমিশনারের

নির্বাচনের পরও ভোট পরবর্তী হিংসা দেখা দিয়েছিল বলে অভিযোগ। সেটা এবার যাতে না হয় তার জন্যই আগাম ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

এদিকে বাংলায় দ্বিতীয় দফার নির্বাচন প্রক্রিয়া শেষের পরই এবার সব থানাকে একগুচ্ছ নির্দেশ দিলেন কলকাতার পুলিশ কমিশনার অজয় কুমার নন্দা। ইতিমধ্যেই একাধিক সংবাদমাধ্যমে এবং ডিজিটাল মিডিয়ায় 'এক্সিট পোল' দেখানো হয়েছে। আর তার পরই একাধিক জায়গায় হিংসার ঘটনা ঘটেছে। সেই ছবি সংবাদমাধ্যমে সম্প্রচার করা হয়েছে। তাই আগামী ৪ মে তারিখের পর যাতে ভোট পরবর্তী হিংসার ঘটনা না ঘটে তাই সব থানাকে ৮ দফা দাওয়াই দিয়েছেন নগরপাল অজয় কুমার নন্দা। বাইরে থেকে লোক এনে নানা জায়গায় তাণ্ডব চালানো হয়েছে এমন অভিযোগও উঠেছে। তা থেকেই এই কড়া পদক্ষেপ বলে মনে করা হচ্ছে।

অন্যদিকে রাজ্যে এবং শহরে এখনও কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন রয়েছে। তা সত্ত্বেও এই ধরণের ঘটনা ঘটছে কেন? উঠছে প্রশ্ন। এখন বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে, কেন্দ্রীয় বাহিনী ঘটনাস্থলের কাছে ছিল না। তাই হিংসার ঘটনা ঘটছে। আবার অনেক জায়গায় কেন্দ্রীয় বাহিনী পক্ষপাতিত্ব করছে বলেও অভিযোগ উঠেছে। আজ, বৃহস্পতিবার বৈঠক করেন পুলিশ কমিশনার। আর বৈঠক শেষে অফিসারদের জানান, নির্বাচন চলাকালীন খুব ভাল কাজ করেছে কলকাতা পুলিশ। এমন পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার অভিজ্ঞতা কলকাতা পুলিশের আছে। যে কটা ঘটনা ঘটেছে সেটা অবশ্যই দুঃখজনক। তবে পুলিশ সব পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে সক্ষম। সেইসব ঘটনার তদন্তও চলছে। এই ধরণের পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিতে হবে।

(৪ পাতার পর)

ফের ধেয়ে আসছে কালবৈশাখী, সঙ্গী শিলাবৃষ্টিও

জেলাতে দমকা ঝড়ের সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টিও হতে পারে। কলকাতা সহ বাকি জেলাতেও ৪০ থেকে ৫০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা হাওয়ার সঙ্গে বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির সতর্কতা জারি হয়েছে। শুক্র ও শনিবারেও ঝড় বৃষ্টির প্রভাব থাকবে। তবে তার প্রভাব কিছুটা কমবে। রবিবার থেকে ফের বাড়বে ঝড়-বৃষ্টি। বুধবার পর্যন্ত ঝড় বৃষ্টির সম্ভাবনা দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলাতে রয়েছে। সোমবার ভোটের ফল প্রকাশের দিন কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের বেশিরভাগ জেলাতে ফের ঝড় বৃষ্টির প্রভাব বাড়বে বলে জানানো হয়েছে আবহাওয়া দফতরের পক্ষ থেকে। কলকাতা, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, হাওড়া, হুগলি, বাঁকুড়া, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলাতে কালবৈশাখীর সর্তকতা রয়েছে।

উত্তরবঙ্গে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ারে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। উত্তরবঙ্গের সব জেলাতেই ঝড় বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। শুক্রবারে ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি হতে পারে উত্তরবঙ্গে। জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার-এই তিন জেলায় ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে। দার্জিলিং, কালিম্পংয়ে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। শনি ও রবিবার দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়িতে ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। সব জেলাতেই ৩০ থেকে ৫০ কিলোমিটার দমকা ঝড়ো বাতাসের পূর্বাভাস রয়েছে।

বিজেপি টাকা দিয়ে বুথফেরত সমীক্ষা দেখিয়েছে! সমাজমাধ্যমে মুখ খুললেন মমতা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনের বুথফেরত সমীক্ষা নিয়ে সমাজমাধ্যমে মুখ খুললেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দাবি, বিজেপি টাকা দিয়ে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমকে ওই সমীক্ষার ফল দেখাতে বাধ্য করিয়েছে। এ রাজ্যে তৃণমূল ২২৬টির বেশি আসনে জিতবে বলে তিনি নিশ্চিত, জানিয়েছেন মমতা।কেন্দ্রীয় বাহিনী বিজেপির 'এজেন্ট' হিসাবে কাজ করেছে বলে অভিযোগ মমতার। দাবি, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সরাসরি হস্তক্ষেপে এটা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীকেও কটাক্ষ করেছেন মমতা। বলেছেন, "ভোট চলাকালীন উনি বললেন কী করে বাংলাটা ওঁর? উনি কি বাংলাকে চেনেন? বাংলার মাটিকে চেনেন? কাউকে চেনেন না।" গণনার দিন রাজ্যের সকল তৃণমূল প্রার্থীকে মাঠে নামার ডাক দিয়েছেন নেত্রী মমতা। জানিয়েছেন, তিনি জয় নিয়ে ১০০ শতাংশ আত্মবিশ্বাসী।বুধবার রাজ্যের দ্বিতীয় দফার নির্বাচন সম্পন্ন হওয়ার পরেই সন্ধ্যা থেকে বুথফেরত সমীক্ষার ফলাফল প্রকাশ্যে আসতে শুরু করে। অধিকাংশ সমীক্ষাতেই ইঙ্গিত, বিজেপি সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় আসছে পশ্চিমবঙ্গে। ২৯৪ আসনের রাজ্য বিধানসভায় সরকার গড়ার জন্য প্রয়োজন ১৪৮টি আসন। অধিকাংশ বুথফেরত সমীক্ষায় দেখা যায়, বিজেপি ১৫০ পেরিয়ে গিয়েছে। বৃহস্পতিবার সেই সমীক্ষা নিয়েই মুখ খুললেন মমতা। ভিডিয়োবার্তায় তিনি রাজ্যের মানুষের উদ্দেশে বলেছেন, "এত রোদের মধ্যেও, এত অত্যাচার সহ্য করেও আপনারা যে ভাবে লাইনে দাঁড়িয়ে ভোট দিয়েছেন, তাতে আমরা কৃতজ্ঞ। আমার কর্মীদের কাছেও আমি কৃতজ্ঞ। ওঁরা প্রাণপণ লড়াই করেছে। অনেক অত্যাচার সহ্য করেছে। যাঁরা বাংলাকে জব্দ করতে চেয়েছিলেন, তাঁরা ভোটবাক্সে জব্দ হয়ে গিয়েছেন।"

বুথফেরত সমীক্ষা নিয়ে এর পর মমতা বলেন, "আমি আপনাদের নিশ্চিন্ত করে বলতে চাই, যেটা টিভিতে দেখাচ্ছে, গতকাল বেলা ১টা ৮ মিনিটে বিজেপির অফিস থেকে সেই সার্কুলার জারি করা হয়েছে। টাকা দিয়ে বলা হয়েছে ওটা দেখাতে। জোর করে সংবাদমাধ্যমকে এটা করতে বাধ্য করা হয়েছে। আমরা ২২৬ ক্রস করব। ২৩০-ও পেয়ে যেতে পারি। মানুষ যে ভাবে ভোট দিয়েছেন, আমার পুরো ভরসা রয়েছে।" ভোটের সময় কেন্দ্রীয়

এরপর ৬ পাতায়

প্রধানমন্ত্রী 'মন কি বাত'-এর ১৩৩ তম পর্বে তাঁর ভাষণের কিছু ঝলক শেয়ার করেছেন

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

[পঞ্চম পর্ব]

গিয়েছিলন।

বন্ধুরা, ২০১৭ সালে আইন পরিবর্তন করে আমরা বাঁশকে বৃক্ষের তালিকা থেকে বাইরে নিয়ে আসি। যার ফলাফল সবার সামনে। আজ পুরো উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বাঁশ শিল্প বিকাশ লাভ করছে। মানুষ ক্রমাগত উদ্ভাবনের মাধ্যমে এর মান বৃদ্ধি করছে।

বন্ধুরা, ত্রিপুরার গোমতী জেলার বিজয় সূত্রধর এবং দক্ষিণ ত্রিপুরার প্রদীপ চক্রবর্তীর কথাই বলা যাক। তাঁরা এই নতুন আইনকে নিজেদের জন্য একটি বড় সুযোগ হিসেবে দেখেছেন। এরপর তাঁরা তাঁদের কাজকে প্রযুক্তির সঙ্গে যুক্ত করেছেন। আজ তাঁরা আগের চেয়ে অনেক ভালো এবং আরও বেশিকরে বাঁশজাত পণ্য তৈরি করছেন।

নাগাল্যান্ডের ডিমাপুর এবং আশেপাশের এলাকায় এমন অনেক স্বনির্ভর গোষ্ঠী রয়েছে যারা বাঁশের সঙ্গে বিভিন্ন ফুড প্রোডাক্ট-এ ভ্যালু এডিশন করেছে। সেখানে খোরোলো ক্রিয়েটিভ ক্রাফটের মতো দলও রয়েছে, যারা বাঁশের আসবাবপত্র এবং হস্তশিল্প নিয়ে কাজ করছে।

বন্ধুরা, মিজোরামের মামিত্ জেলায় এমন কিছু দল রয়েছে, যারা বাঁশের টিস্যু কালচার এবং পলি-হাউস ম্যানেজমেন্ট নিয়ে কাজ করছে। আমি সিকিমের গ্যাংটকের কাছে ল্যাগাস্টাল ব্যাম্বু এন্টারপ্রাইজ টিমের (Lagastal Bamboo Enterprise Team) সম্পর্কেও জানতে পেরেছি। তারা বাঁশ দিয়ে হস্তশিল্প সামগ্রী, ধূপকাঠি, আসবাবপত্র এবং অন্দরসজ্জার সামগ্রী তৈরি করে।

বন্ধুরা, আমি এখানে কয়েকটি মাত্রই উদাহরণ দিয়েছি। দেশে বাম্বু সেক্টরের সাফল্যের এই তালিকা আরও বড়। আমি আপনাদের সকলকে অনুরোধ করবো যে উত্তর পূর্বের কোন একটা বাঁশের তৈরি জিনিস অবশ্যই কিনুন। আপনারা এটা গিফট হিসেবেও দিতে পারেন। আপনার এই প্রচেষ্টার ফলে সেই মানুষগুলোর উৎসাহ বাড়বে, যাঁরা বাঁশের তৈরি জিনিস উৎপাদন করার জন্য নিজেদের পরিশ্রম ব্যয় করছেন।

আমার প্রিয় দেশবাসী, দ্রুত বদলে যাওয়া এই সময়ে প্রযুক্তি আমাদের জীবনের বড় অংশ হয়ে উঠেছে। আজ আমরা নিজেদের অতীতকে বর্তমানের সঙ্গে সম্পৃক্ত করার ক্ষেত্রেও প্রযুক্তির কামাল দেখতে পাচ্ছি। এই ক্ষেত্রে সম্প্রতি এমন একটা ডেভলপমেন্ট হয়েছে যেখানে শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত থাকা মানুষ এবং ইতিহাসের প্রতি আগ্রহীরা খুব খুশি হয়েছেন। বন্ধুরা কিছুদিন আগেই ন্যাশনাল আর্কাইভস অফ ইন্ডিয়া একটি বিশেষ পোর্টালে এক চমৎকার ডেটাবেস শেয়ার করেছে। এই সংস্থাটি ২০ কোটিরও বেশি মূল্যবান ফাইলকে ডিজিটাল করে সকলের জন্য উপলব্ধ করেছেন। এর মধ্যে কিছু তো খুবই আকর্ষণীয়, যেমন সপ্তম শতাব্দীর গিলগিট পাণ্ডুলিপি

ক্রমশঃ

(৫ পাতার পর)

বিজেপি টাকা দিয়ে বুথফেরত সমীক্ষা দেখিয়েছে! সমাজমাধ্যমে মুখ খুললেন মমতা

বাহিনী এবং এখানকার পুলিশের বাহিনীর যৌথ অত্যাচার তৃণমূল কর্মীদের সহ্য করতে হয়েছে বলে দাবি করেছেন মমতা।

তৃণমূলনেত্রী আরও বলেন, ''বিজেপি তো ইডি, সিবিআই সকলকেই চমকায়। কেন্দ্রীয় বাহিনী যে ব্যবহার গতকাল করেছে, নতুন যে সমস্ত পুলিশ নিযুক্ত হয়েছিলেন, যাঁরা আমার হাতে ছিলেন না, তাঁরা মেয়েদের মেরেছেন। বাচ্চাদের মেরেছেন। উদয়নারায়ণপুরে যে ভদ্রলোক ভোট দিতে গিয়ে মারা গেলেন, তাঁর শোকাহত পরিবারকে সমবেদনা জানানোর ভাষা আমার নেই। ওই পরিবারের পাশে আমরা থাকব।'' মমতার অভিযোগ, তৃণমূলের কর্মীরা একতরফা ভাবে মার খেয়েছেন, তবু এলাকা ছেড়ে যাননি। অনেককে ইচ্ছাকৃত ভাবে গ্রেফতার করা হয়েছে বলেও তিনি দাবি করেছেন। এ ক্ষেত্রে কয়েকটি কেন্দ্রের নাম উল্লেখ করেন মমতা। বলেন, ''আমাদের কর্মীদের মেরেছে, যাতে তাঁরা এজেন্ট হিসাবে কাজ করতে না-পারেন। বিশেষ করে ভাটপাড়া, নোয়াপাড়া, জগদ্দল। আমাদের এখানে ভবানীপুরেও সারা রাত রেড (তল্লাশি অভিযান) হয়েছে। আমি দু'দিন ঘুমোইনি।''

বুথফেরত সমীক্ষাকে 'বিজেপির চক্রান্ত' বলে উল্লেখ করেছেন মমতা। দাবি 'সত্যিটা' বেরিয়ে এলে শেয়ার বাজারে ধস নামবে। তা আটকাতে এই সমীক্ষা দেখানো হয়েছে। মমতার কথায়, ''বিজেপি এত করেও মানুষের অধিকার থেকে মানুষকে বঞ্চিত করতে পারল না। তাই সংবাদমাধ্যমকে দিয়ে ওরা শেষ খেলা খেলেছে। যাতে উল্টোপাল্টা বলে আমাদের কর্মীদের মনোবল ভেঙে দেওয়া যায়। আমার কাছে খবর আছে, শেয়ার মার্কেটকে সান্ত্বনা দিতে ওরা এটা করেছে।'' ২০১৬ এবং ২০২১ সালের ভোটের ফলের আগে প্রকাশিত সমীক্ষার কথাও মমতা মনে করিয়ে দিয়েছেন। কর্মীদের উদ্দেশে তাঁর বিশেষ নির্দেশ, ''গণনাকেন্দ্র পাহারা দিতে হবে। দরকারে আমিও আমার এলাকায় পাহারা দিতে নামব। প্রার্থীরা নিজে পাহারা দিন। রাত জাগুন। আমি যদি পারি, আপনারাও পারবেন। কারণ, গণনাকেন্দ্রে ইভিএম নিয়ে যাওয়ার সময় যন্ত্র বদলে দেওয়ার পরিকল্পনা করা হয়েছে। তাই এটা অবহেলা করবেন না। আমি যত ক্ষণ সাংবাদিক বৈঠক করে না-বলব, তত ক্ষণ কেউ গণনার টেবিল ছাড়বেন না।'' গণনার দিন বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করতে বলেছেন মমতা। দাবি, টেবিলে যে ভোট গোনা হয়, যন্ত্রস্থ করার সময় তা বদলে দেওয়া হতে পারে। তৃণমূলের ভোট চালিয়ে দেওয়া হতে পারে বিজেপির নামে। প্রার্থী হিসাবে মমতা নিজেও গণনাকেন্দ্রে 'হানা' দেবেন বলে জানিয়েছেন।

কর্মীদের উদ্দেশে তাঁর বার্তা, ''গণনার সময় ঠায় বসে থাকবেন কেন্দ্রে। কাউকে শৌচালয়ে যাওয়ার জন্য বা খাবার খাওয়ার জন্য উঠতে হলেও দু'মিনিটের বেশি নয়। এমন কাউকে ওই সময়ে বসিয়ে যাবেন, যিনি বিশ্বস্ত। টাকা দিয়ে যাঁকে কেনা যায় না।''

কর্মীদের সকলকে শান্ত ও সংযত থাকার জন্য অনুরোধ করেছেন মমতা। বলেছেন, ''ওরা হামলা করলেও আপনারা এক্ষুনি হামলায় যাবেন না। গতকালও অনেক মারধর করা হয়েছে। ভাঙড়ে আমার কর্মীদের যে ভাবে পেটানো হয়েছে, রক্তাক্ত করা হয়েছে, এর জবাব ওদের দিতেই হবে। কাউকে আইন হাতে তুলে নিতে হবে না। আমরা ব্যবস্থা করব। প্রশাসনকে অনুরোধ, গণনার সময় আমাদের ছেলের গায়ে বা কোনও রাজনৈতিক দলের কর্মীর গায়ে হাত দেবেন না।''

সিনেমার খবর

অভিষেক-ঐশ্বরিয়ার ১৯তম বিবাহবার্ষিকী উদযাপন

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউডের জনপ্রিয় তারকা দম্পতি অভিষেক বচ্চন ও ঐশ্বরিয়া রাই বচ্চন তাদের ১৯তম বিবাহবার্ষিকী উদযাপন করেছেন। ২০০৭ সালের ২০ এপ্রিল এই জুটি বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন।

প্রায় দুই দশকের দাম্পত্য জীবনে তারা কন্যা আরাধ্যাকে নিয়ে সুখী পরিবার গড়ে তুলেছেন। বিশেষ এই দিনে অভিষেকের পুরোনো এক সাক্ষাৎকারও আলোচনায় এসেছে, যেখানে তিনি তাদের প্রথম দেখা এবং সম্পর্ক শুরুর স্মৃতিচারণ করেন।

শুটিংয়ের কাজে সহকারী হিসেবে সুইজারল্যান্ডে থাকার সময় এক বন্ধুর মাধ্যমে প্রথম পরিচয় হয় অভিষেক ও ঐশ্বরিয়ার। এরপর ধীরে ধীরে তাদের সম্পর্ক গড়ে ওঠে।

অন্যদিকে, এক সাক্ষাৎকারে ঐশ্বরিয়া জানান, তার কাছে বিয়ে মানে একে অপরের প্রতি আস্থা ও বিশ্বাস। এই বোঝাপড়ার কারণেই সিদ্ধান্ত নিতে তাদের খুব বেশি সময় লাগেনি বলেও উল্লেখ করেন তিনি।

বছরের পর বছর ধরে বচ্চন পরিবারের ভেতরের সম্পর্ক নিয়ে নানা গুঞ্জন ছড়ালেও অভিষেক একাধিকবার জানিয়েছেন, ঐশ্বরিয়া তার বাবা-মায়ের কাছে নিজের মেয়ের মতোই হয়ে উঠেছেন।

একটি পুরোনো অনুষ্ঠানে দাম্পত্য জীবনের টানাপোড়েন প্রসঙ্গে ঐশ্বরিয়া বলেন, তাদের মধ্যেও মতের অমিল হয়, তবে তা স্বাভাবিক। তিনি আরও জানান, ঝগড়ার পর তিনিই আগে এগিয়ে গিয়ে ক্ষমা চান এবং দ্রুত বিষয়টি মিটিয়ে ফেলতে পছন্দ করেন।

ফের মা হওয়ার গুঞ্জন আলিয়া ভাটের

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউডের জনপ্রিয় তারকাজুটি রণবীর কাপুর ও আলিয়া ভাট। সম্প্রতি অস্ট্রিয়ায় বরফঢাকা পরিবেশে তারা উদযাপন করেছেন নিজেদের চতুর্থ বিবাহবার্ষিকী। মোমবাতির আলো আর রোমান্টিক আবহে কাটানো সেই বিশেষ মুহূর্তের ছবি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ভক্তদের সঙ্গে শেয়ার করেন আলিয়া।

তবে বিদেশে উদযাপন শেষে দেশে ফিরেই ভিন্ন এক কারণে আলোচনায় এই অভিনেত্রী। মুম্বাইয়ের হিন্দুজা হাসপাতালের বাইরে তাকে দেখা যায় পাপারাজ্জিদের ক্যামেরায়, যা ঘিরে শুরু হয়েছে নানা জল্পনা।

সেদিন আলিয়ার পরনে ছিল ঢিলেঢালা সাদা পোশাক। চুল ছিল কিছুটা এলোমেলো, তবে মুখে ছিল স্বাভাবিক হাসি। সেই মুহূর্তের ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তেই নেটিজেনদের মধ্যে প্রশ্ন ওঠে—তিনি কি আবার মা হতে যাচ্ছেন?

এদিকে কাকতালীয়ভাবে, দীপিকা পাড়ুকোনের দ্বিতীয়বার মা হওয়ার খবর প্রকাশের দিনই আলিয়াকে হাসপাতালে দেখা যাওয়ায় অনেকেই দুই অভিনেত্রীর প্রসঙ্গ টেনে তুলছেন। কেউ কেউ আবার আলিয়া কিংবা তার পরিবারের সদস্যদের স্বাস্থ্যের বিষয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তবে এ বিষয়ে এখনো কোনো মন্তব্য করেননি রণবীর কাপুর বা আলিয়া ভাট।

বর্তমানে আলিয়া ব্যস্ত রয়েছেন সঞ্জয় লীলা বনসালীর 'লাভ অ্যান্ড ওয়ার' ছবির কাজ নিয়ে। এতে তার সহশিল্পী হিসেবে রয়েছেন রণবীর কাপুর ও ভিকি কৌশল। পাশাপাশি আগামী ১০ জুলাই মুক্তির অপেক্ষায় রয়েছে তার নতুন সিনেমা 'আলফা'। তাই হাসপাতাল সফরটি নিছক নিয়মিত চেকআপ, নাকি অন্য কোনো কারণ—তা জানতে অপেক্ষা করতে হবে আরও কিছুটা সময়।

চার দিনে ১০০ কোটি ছাড়াল অক্ষয়ের 'ভূত বাংলা'

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউডের খিলাড়ি খ্যাত অভিনেতা অক্ষয় কুমার এবং পরিচালক প্রিয়দর্শনের দীর্ঘ ১৫ বছর পরের জুটি নতুন সিনেমা 'ভূত বাংলা' দিয়ে বক্স অফিসে দাপট দেখাচ্ছে।

১৭ এপ্রিল মুক্তি পাওয়া হরর-কমেডি ঘরানার এই ছবিটি মাত্র চার দিনেই বিশ্বজুড়ে ১০০ কোটি রুপি ছাড়িয়ে গেছে। ট্রেড অ্যানালিস্টদের তথ্য অনুযায়ী, ছবিটির মোট বিশ্বব্যাপী আয় দাঁড়িয়েছে প্রায় ১০৬ কোটি রুপি।

মুক্তির প্রথম দিনে ১২ দশমিক ২৫ কোটি রুপি আয় দিয়ে যাত্রা শুরু করে ছবিটি। দ্বিতীয় দিনে আয় উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে যায় প্রায় ৫৫ শতাংশ। সোমবার (২০ এপ্রিল) শুধু ভারতেই ছবিটি আয় করেছে প্রায় ৭ কোটি রুপি।

এ পর্যন্ত দেশীয় বাজারে 'ভূত বাংলা'র নেট আয় ৬৫ কোটি রুপি এবং গ্রস কালেকশন ৭৮ কোটি রুপিতে পৌঁছেছে। বিদেশি বাজার থেকেও এসেছে প্রায় ২৯ কোটি রুপি।

দীর্ঘদিন পর অক্ষয়-প্রিয়দর্শন জুটির এই প্রত্যাবর্তন দর্শকমহলে ব্যাপক সাড়া ফেলেছে। ছবিটিতে আরও অভিনয় করেছেন টাবু, পরেশ রাওয়াল এবং রাজপাল যাদব। নতুন প্রজন্মের অভিনেত্রী ওয়ামিকা গাব্বির পারফরম্যান্সও প্রশংসা কুড়াচ্ছে।

প্রথমে ১০ এপ্রিল মুক্তির কথা থাকলেও ছবিটি মুক্তি পায় ১৭ এপ্রিল। এই বিলম্ব দর্শকদের আগ্রহ আরও বাড়িয়ে দিয়েছে বলে মনে করছেন বিশ্লেষকরা।

বর্তমানে ছবিটি নতুন কয়েকটি বড় বাজেটের সিনেমার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় রয়েছে। এদিকে অক্ষয় কুমারের আগামী প্রজেক্টগুলোর মধ্যে রয়েছে 'ওয়েলকাম টু দ্য জঙ্গল', 'হায়ওয়ান' এবং 'গোলমাল ৫'।

রিকলটনের সেঞ্চুরি বৃথা, মুম্বইকে হারিয়ে প্লে অফের দৌড়ে হায়দরাবাদ!

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

হয়েছেটা কী মুম্বইয়ের ? টানা হারে বিপর্যস্ত ৫ বারের চ্যাম্পিয়নরা। ২৪৩ রান তুলেও হায়দরাবাদের কাছে হারতে হল ৬ উইকেটে। রায়ান রিকলটনের দুরন্ত ১২৩-ও কোনও কাজে এল না মুম্বইয়ের। ৮ বল বাকি থাকতেই এই রান তুলে দিল হায়দরাবাদ। এই হারের ফলে মুম্বই এখন লিগ টেবিলের ৯ নম্বরে। এখান থেকে প্লে-অফের আশা করা উচিত নয় সমর্থকদের।

বুধবার ওয়াংখেড়েতে টসে জিতে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন মুম্বই অধিনায়ক হার্দিক পাণ্ড্য। শুরু থেকেই বিধ্বংসী খেলা শুরু করেছিল পল্টনরা। প্রথম উইকেটেই ৯৩ রান তুলে দিয়েছিল মুম্বই। ২২ বলে ৪৬ রান করেছিলেন উইল জ্যাক্স। বর্তমান ভারত অধিনায়ক সূর্যকুমার আজও ব্যর্থ। ৫ বল খেলে ৫ রান করেই আউট হয়ে যান সূর্য। নমন ধীর করেছেন ১৭ বলে ২২। অধিনায়ক হার্দিক করলেন ১৫ বলে ৩১ রান। কিন্তু যাঁর কথা না বললেই নয়, তিনি রায়ান রিকলটন। ৫৫ বলে ১২৩ রানের দুর্দান্ত একটি ইনিংস খেললেন রায়ান, যাতে ছিল ১০টি চার ও ৮টি বিশাল ছক্কা। এটাই আইপিএলে কোনও মুম্বই ব্যাটারির সর্বোচ্চ রান। তাঁর দাপটেই নির্ধারিত ২০ ওভারে ২৪৩ রান করে মুম্বই।

তবে ওয়াংখেড়ের পিচে এই রান যে যথেষ্ট নয়, তা প্রমান করলেন হায়দরাবাদের ব্যাটাররা। ৯ ওভারের মধ্যেই ১২৯ রানের গন্ডি ছুঁয়ে ফেলে হায়দরাবাদ। নবম ওভারের শেষ দুই বলে ওপেনার অভিষেক শর্মা (৪৫) ও ঈশান কিষান (০) আউট হলেও পাল্টা আক্রমণ করতে থাকেন ট্র্যাভিস হেড (৭৬)। তাঁর উইকেটের পর দুরন্ত একটি ইনিংস খেললেন হেনরিখ ক্লাসেন। তাঁর ৩০ বলে ৬৫ রানের ইনিংসের সৌজন্যেই ৮ বল বাকি থাকতেই নির্ধারিত লক্ষ্যে পৌঁছতে সফল হয় সানরাইজার্স।

এই জয়ের ফলে সানরাইজার্স উঠে এল ৩ নম্বরে। ৯ ম্যাচে তাদের সংগ্রহ ১২ পয়েন্ট। অন্যদিকে ৮ ম্যাচে মাত্র ৪ পয়েন্ট নিয়ে ৯ নম্বরে মুম্বই। এখান থেকে প্লে অফ খেলতে গেলে মুম্বইকে বাকি ৬ ম্যাচের ৬টিতেই শুধু বড় ব্যবধানে জিতলে হবে না, তাকিয়ে থাকতে হবে বাকি দলগুলির পয়েন্ট নষ্টের দিকেও। কিন্তু বাকি দলগুলোর যা ফর্ম, এই বছর প্লে অফ আশা ত্যাগ করতে না হয় পল্টনদের।

আইপিএলের মধ্যেই দল ছাড়লেন দক্ষিণ আফ্রিকান পেসার

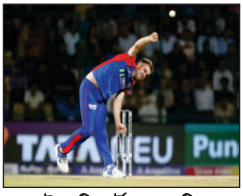

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

চলতি আসরে সময়টা ভালো যাচ্ছে না লখনউ সুপার জায়ান্টসের। ঋষভ পন্তের নেতৃত্বাধীন দলটি ছয় ম্যাচে দুটি জয় নিয়ে পয়েন্ট টেবিলের অষ্টম স্থানে রয়েছে।

এমন পরিস্থিতিতে আসরের মধ্যেই দল ছেড়েছেন দক্ষিণ আফ্রিকার পেসার অ্যানরিখ নরকিয়ার। ইএসপিএন ক্রিকইনফোর একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, অ্যানরিখ গত সপ্তাহে ক্যাম্প ছেড়েছেন এবং তার চলে যাওয়ার বিষয়টি এখও নিশ্চিত নয়।

তবে ভক্তরা ধারণা করছেন, পরিবারকে সময় দিতে দেশে ফিরে গেছেন এই পেসার। কারণ তার স্ত্রী যমজ সন্তানের প্রত্যাশা করছেন। তাই তিনি পিতৃত্বকালীন ছুটি চেয়েছেন এবং টুর্নামেন্টের পরবর্তী পর্যায়ে ফিরে আসবেন।

চলতি আসরে দিল্লি ক্যাপিটালসের বিপক্ষে একটি মাত্র ম্যাচে খেলতে নামে দক্ষিণ আফ্রিকান এই পেসার। ওই ম্যাচে তিনি ৩৯ রান দিয়ে কোনো উইকেট পাননি।

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে অ্যানরিখ নরকিয়ার মাত্র দুই ম্যাচে তিন উইকেট তুলে নেন। গত দুই বছরে নর্টজে সব ফরম্যাট মিলিয়ে মাত্র ৫টি ম্যাচ খেলেছেন এবং মাত্র তিনটি উইকেট নিয়েছেন। তিনি বেশিরভাগ সময়ই চোটের কারণে নিজের সেরা ফর্মে ফিরতে পারেননি।

এদিকে নিকোলাস পুরান খুবই বাজে ফর্মে আছেন এবং সম্ভাবনা রয়েছে বাকি কয়েকটি ম্যাচে এই ক্যারিবিয়ান তারকা খেলোয়াড় যদি তার হারানো ছন্দ ফিরে না পান, তাকে বাদ দেওয়া হতে পারে। আগামী ২২শে এপ্রিল পরবর্তী ম্যাচে লখনউ সুপার জায়ান্টসের মুখোমুখি হবে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু।

ব্রাজিলের এবারের বিশ্বকাপ জেতার সেরা সময়: কাফু

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ব্রাজিলের দুইবারের বিশ্বকাপজয়ী কাফু মনে করছেন, এবারের বিশ্বকাপই পাঁচবারের চ্যাম্পিয়নদের শিরোপা ফেরানোর সেরা মুহূর্ত। সোমবার মাদ্রিদে লরেয়াস অ্যাওয়ার্ড অনুষ্ঠানে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন তিনি।

কাফু নিজে ২০০২ সালের বিশ্বকাপে ব্রাজিলের অধিনায়ক ছিলেন। সেবার ইয়োকোহামায় জার্মানিকে ২-০ গোলে হারিয়ে পঞ্চমবারের মতো শিরোপা জেতে ব্রাজিল। এর আগে ১৯৯৪ সালেও ইতালিকে পেনাল্টিতে হারিয়েও বিশ্বকাপ জিতেছিলেন তিনি।

তিনি বলেছেন, 'শেষবার শিরোপা জেতার ২৪ বছর পর আমি মনে করি এটাই ব্রাজিলের জন্য সেরা মুহূর্ত।'

কোচ কার্লো আনচেলত্তিকে নিয়ে তার আস্থার কথাও জানালেন কাফু। বললেন, 'আমরা একজন ধারাবাহিকভাবে শিরোপাজয়ী কোচকে এনেছি। তিনি ব্রাজিল জাতীয় দলের মহিমাকে আরও বাড়াবেন।'

কাফু জানান, ব্রাজিলের মধ্যমাঠ ও আক্রমণভাগ আগে থেকেই শক্তিশালী। তাই আনচেলত্তি এবারের বিশ্বকাপের জন্য রক্ষণ শক্তিশালী করার দিকে মনোযোগ দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে কাফু বলেছেন, 'ব্রাজিল যদি বিশ্বকাপে গোল না খায়, তাহলে প্রতি ম্যাচে একটি গোল করতে পারবেই।'

রিয়াল মাদ্রিদের ফরোয়ার্ড ভিনিসিয়ুস জুনিয়রকে নিয়েও আশাবাদী কাফু। তিনি বলেছেন, 'বিশ্বকাপই যেকোনো বিতর্ক কাটিয়ে ওঠার সেরা উপায়।' তিনি আরও বলেছেন, 'আটটি ম্যাচে (যদি ফাইনালে পৌঁছান) ভিনিসিয়ুস জুনিয়র সারা বিশ্বকে দেখাতে পারবেন, ফুটবলে তার মূল্য কতটা এবং তিনি আসলে কী করতে পারেন।'

গত ১ এপ্রিল অরল্যান্ডোয় ক্রোয়েশিয়ার বিপক্ষে ৩-১ গোলের জয়ে একটি অ্যাসিস্ট করেছেন ভিনিসিয়ুস। এর আগে ফ্রান্সের কাছে প্রীতি ম্যাচে হারের পর যে সংশয় তৈরি হয়েছিল, সেটি কিছুটা কাটতে শুরু করেছে এই জয়ে।

যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো ও কানাডায় অনুষ্ঠিতব্য এই বিশ্বকাপে শিরোপার লড়াইয়ে শীর্ষ পাঁচের মধ্যে রয়েছে ব্রাজিল। বাজি প্রতিষ্ঠানগুলোর হিসেবে এই মুহূর্তে সবচেয়ে এগিয়ে আছে বর্তমান ইউরোপিয়ান চ্যাম্পিয়ন স্পেন।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৮৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR